আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২

৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

▪ বিশেষ ক্রোড়পত্র ▪ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ▪ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ▪ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য 'Transforming Literacy Learning Spaces', বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের সম্পদ। বাংলাদেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে প্রয়োজন শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মানসম্মত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করা ও বিনামূল্যে শিক্ষা দান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান, দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং চালু এবং পাঠদানের পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আনন্দদায়ক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় শিক্ষাদানের আওতায় নিয়ে আসা এবং ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব নিরক্ষর ব্যক্তিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪' এর আওতায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ এবং তথ্যপ্রযুক্তিসহ সাক্ষরতা প্রদান জরুরি। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে দেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা বিঘ্নিত হলেও বিকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রমের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' ও 'বাংলাদেশ বেতার' এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক পাঠদান অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে প্রচলিত ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে শিখন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সকল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জীবিকায়নের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ কাজে লাগানো যেতে পারে বলে আমি মনে করি। মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা ও করোনার আঘাতে সারা পৃথিবী বেসামাল। এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে গোটা বিশ্বে এসেছে শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন। বাংলাদেশেও এই সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণে পিছিয়ে নেই। বাংলাদেশ তথা বর্তমান সরকার বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে শিক্ষাব্যবস্থাকে সচল রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২' উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এবারের সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য 'Transforming Literacy Learning Spaces' নির্ধারণ করা হয়েছে - যা সত্যিই যথার্থ হয়েছে।

মানুষের অনেকগুলি মৌলিক অধিকার রয়েছে এর মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে শিক্ষা। একটি দেশের শিক্ষার হার নির্ধারণ হয় সাক্ষরতার হার হতে। সাক্ষরতা এবং উন্নয়ন একই সূত্রে গাঁথা। সাক্ষরতাই টেকসই সমাজ গঠণের মূল চালিকা শক্তি। টেকসই সমাজ গঠনের জন্য যে জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা সাক্ষরতার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। নিরক্ষরতা যে কোনো দেশের উন্নয়নের অন্তরায়। শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়া আমাদের লক্ষ্য।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। সে আলোকেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। যা এ বছরের ইউনেস্কোর সাক্ষরতা থিমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির অধীনে ঝরে পড়া শিশুদের জন্য শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ তৈরির মাধ্যমে মূলধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ২১ লাখ বয়স্ক নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

সিনিয়র সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'আর্ন্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস ২০২২' পালিত হচ্ছে। ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'Transforming Literacy Learning Spaces' - যা খুবই সময়োপযোগী।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কাজ করে চলেছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বছরের শুরুতেই বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ, শিক্ষকদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, শতভাগ উপবৃত্তি বিতরণ, স্কুল ফিডিং কর্মসূচিসহ নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। পাশাপাশি বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশব্যাপী মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫-৪৫ বছর বয়সের ৪৪.৬০ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিইডিপি-৪ এর ২.৫ সাব-কম্পোনেন্টের আওতায় শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সের ১০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে শুরু হয়েছে। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা" এবং ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিয়মিত কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু ও বয়স্কদের শিখন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা হলো একটি দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি। আর সাক্ষরতা হলো এর চালিকা শক্তি। তাই কোভিড-১৯ সংকটকালে প্রাথমিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও সকল কমিউনিটি রেডিওতে 'ঘরে বসে শিখি' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় 'Transforming Literacy Learning Spaces' এর বিষয়ে ডিজিটাল পাঠদানসহ ভবিষ্যতে যথাযথ শিখন-শিখানো কৌশল নির্ধারণের জন্য দেশের সকল শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

আমি 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২
বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রজ্ঞা, মেধা, অভিজ্ঞতা আর দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, সদ্য স্বাধীন দেশে মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হলে জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই তিনি শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান প্রণীত হয় এবং এ সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সাক্ষরতা বিস্তারে আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৭৩ সালে বেসরকারি উদ্যোগে ঠাকুরগাঁওয়ে সাক্ষরতা অভিযান শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রধান অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুরগাঁও জেলায়। উল্লেখ্য, এ দিনে ঠাকুরগাঁও-এর কচুবাড়ী-কৃষ্টপুর গ্রামকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশে বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরতামুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

'সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা'অর্জনে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাক্ষরতার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৫.৬% (বিবিএস২০২০)। ফলে প্রায় ২৪.৪% জনগোষ্ঠী এখনো নিরক্ষর, যারা কখনও বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা অত্যন্ত জরুরি।

'Transforming Literacy Learning Spaces' যা বাংলায় 'সাক্ষরতা শিখন ক্ষেত্রের প্রসার' প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২ পালিত হচ্ছে। সাক্ষরতা বলতে শুধু অক্ষরজ্ঞান বা স্বাক্ষর করতে পারা নয়; 'সাক্ষরতা' বলতে মাতৃভাষায় পড়তে পারা, অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে এবং লিখিতভাবে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যাকরতে পারা, যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা এবং গণনা করতে পারা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় পর্যায়ে সামগ্রিক টেকসই উন্নয়নের ধারাবাহিকতার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানবসম্পদের উন্নয়ন। আর মানবসম্পদে পরিণত করার জন্যই মৌলিক শিক্ষা বা সাক্ষরতা দক্ষতা, অব্যাহত শিক্ষা, জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

জাতির পিতা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী 'Primary Education Ordinance-1973'Ges 'The Primary School (Taking Over) Act, 1974')-এর আওতায় বঙ্গবন্ধু ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের পদ সরকারি করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে দেশের ২৬ হাজার ৪০৪টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৮ হাজার ২০০জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারি করেন। দেশে এখন প্রাথমিক শিক্ষাসহ সব ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে।

ইউনেস্কো'র উদ্যোগে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে 'সবার জন্য শিক্ষা' অর্জনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এ সম্মেলনে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশও একাত্মতা ঘোষণা করে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। নব্বইয়ের দশকে সাক্ষরতা বিস্তারে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় এবং 'সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন' কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সারা দেশে সাক্ষরতা কর্মসূচিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা হয়। এ কর্মসূচি জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে বস্তবায়ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পায়। সাক্ষরতা বিস্তারে এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরুস্কার ১৯৯৮' লাভ করে, যা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রহিসেবে পরিগণিত করে। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষ থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রনয়ণের মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।এ আইন অনুযায়ী (ক) ৮-১৪ বছর বয়সের শিশু, যারা কখনো স্কুলে যায়নি বা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পূর্বেই ঝরে পড়েছে তাদেরকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান; এবং (খ) ১৫ ও তদুর্ধ্ব বয়সের নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবিকায়ন দক্ষতা প্রদান ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) বাস্তবায়নের কাজ ৩০ জুন ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪ জেলার ২৪৮ টি উপজেলায় ১৫-৪৫ বছর বয়সের৪৪.৬০ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়েছে।

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এরসাব-কম্পোনেন্ট২.৫ এর আওতায় ৮-১৪ বছর বয়সি বিদ্যালয় বহির্ভূত ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পিইডিপি-৩ থেকে আগত ১ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৯ লক্ষের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে এবং ২২,৩৫৯ টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পাঠদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের আন্তরিক সহযোগিতা ও উদ্যোগে এবং দিকনির্দেশনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। ব্যুরোর জনবল কাঠামো শক্তিশালীকরণ, ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ও সক্ষমতার আলোকে নিয়মিত কার্যক্রম (Regular operational activities) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, ইত্যাদি বিষয় কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।এশিক্ষার লক্ষ্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা,সাক্ষরতা দক্ষতা ও বাজার চাহিদা অনুযায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিশ্ব চিরাচরিত যে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিচিত ছিল তার পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও সুযোগ পরিবর্তিত হয়েছে এবং এ পরিবর্তন অব্যাহত আছে। বাংলাদেশেও এ পরিবর্তনের বাইরে নয়। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি অনলাইন এবং রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমেপাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেও লেখা পড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপশি সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে আন্তরিকভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'Transforming Literacy Learning Spaces' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে সীমিত আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি ৩৬ হাজার ১৬৫টি স্কুলকে জাতীয়করণ করার মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। একইসঙ্গে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে কর্মকৌশল গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশকে নিরক্ষরমুক্ত এবং বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিক্ষা দর্শনের আলোকে আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এর সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকারের বিগত সাড়ে ১৩ বছরে গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষা খাতে প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। শিক্ষার হার ২০০৭ সালের ৪৬.৬৬ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৪.৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আমাদের সরকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০২২ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ৪০০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯১১ কপি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করেছে। বিনামূল্যে বই বিতরণের পাশপাশি বিভিন্ন ধরনের মেধাবৃত্তি, উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উচ্চশিক্ষার সুবিধা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুলাংশে বাড়ানো হয়েছে।

আমাদের সরকার শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিকরণ এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উক্ত জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন নিশ্চিত করতে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪' প্রণয়ন করেছে। ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশু যারা আগে কখনও স্কুলে যায়নি বা স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে এবং শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী নারী-পুরুষদের চাহিদাভিত্তিক জীবন ও জীবিকায়ন-দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আমাদের সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের ফলস্বরূপ একদিকে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষাক্রম থেকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

করোনাভাইরাসের প্রভাব কাটিয়ে শিক্ষার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে আমরা প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়েছি। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে, বিশেষ করে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব (৪আর) মাথায় রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে আইসিটি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এছাড়াও সকল নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদানের ক্ষেত্রে আইসিটি বেইজড জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনলাইন, সংসদ টেলিভিশনসহ বিভিন্ন মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

আমি আশা করি, সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন এবং শিক্ষার গুণগত মান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা সম্ভব হবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

সভাপতি
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ইউনেস্কো কর্তৃক নির্ধারিত সাক্ষরতা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় হলোঃ 'Transforming Literacy Learning Spaces.' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

রূপকল্প-২০৪১ এর আলোকে উন্নত রাষ্ট্র গঠন ও জাতিসংঘ ঘোষিত বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় সরকার মনোনিবেশ করে বিপুল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ করে সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির প্রথম ধাপে উন্নীত করা সম্ভব। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র সর্বশেষ (Bangladesh sample vital statistics 2020) তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৪.৬৬%। শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ বৎসর হতে তদূর্ধ্ব বয়সের নিরক্ষরদের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সে ঝরে পড়া ও কখনও স্কুলে যায়নি এ রকম ৯ (নয়) লক্ষ শিশুর শিক্ষা গ্রহণের জন্য চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে (মুজিববর্ষে) ২১ লাখ নিরক্ষর নারী পুরুষকে সাক্ষরজ্ঞান প্রদান করা হয়েছে; যা বর্তমান সরকারের একটি অনন্য সাফল্য। এই সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন জনগোষ্ঠী দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সময়োপযোগী করে ঢেলে সাজাতে হবে। এর মাধ্যমেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করে দক্ষ, কর্মঠ ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে সাক্ষরসম্পন্ন জনগোষ্ঠী তৈরিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় অঙ্গীকার ও সঠিক নির্দেশনার আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করবে বলে প্রত্যাশা করছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি

unesco

Message

Message from Ms Audrey Azoulay,
Director-General of UNESCO, on the occasion of International Literacy Day
8 September 2022

International Literacy Day is an opportunity to assess progress and spur momentum towards celebrating literacy as an essential human right that plays a fundamental role within our societies.

Indeed, to quote the Brazilian intellectual and educator Paulo Freire, who dedicated much of his life to adult education, literacy should be "the practice of freedom, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world".

Together we have achieved much in this field. In 1979, only 68% of the world's population knew how to read and write. In 2020, this figure had risen to 86.7%. Despite this progress, 771 million youth and adults around the world still do not possess basic literacy skills – 60% of whom are girls and women.

COVID-19 is exacerbating this issue. School closures and disruptions caused by the pandemic have likely driven learning losses and drop-outs. This is especially true for vulnerable populations. In response to this urgent situation, UNESCO and its Member States are redoubling their efforts to ensure that progress made in recent decades is not reversed, but reinforced.

For example, on the crucial topic of adult education, UNESCO Member States have renewed their commitment to literacy this year through the adoption of the Marrakech Framework for Action, which recognizes adult learning and education as a core driver for all the SDG goals.

Moreover, in June, UNESCO hosted a Pre-Summit to pave the way for the Transforming Education Summit convened by the United Nations Secretary-General this September in New York. The Pre-Summit brought together more than 150 Education Ministers to reaffirm that tomorrow's education must be inclusive and focused on the most vulnerable - giving them not only basic skills but also keys to navigate the contemporary world. The Summit reaffirmed the importance of a new form of literacy, digital literacy, as an essential tool for lifelong learning.

To achieve these objectives, UNESCO Member States emphasized the need for more investment in education and increased international aid, along with more open, free and high-quality educational resources.

Through the celebration of International Literacy Day, UNESCO calls on all actors in the field of education and beyond to re-think the role of literacy.

English

Audrey AZOULAY
Directrice generale de l'UNESCO
UNESCO Director-General

'Transforming Literacy Learning Spaces' ▪ 'সাক্ষরতা শিখন ক্ষেত্রের প্রসার'